প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

জনাব আজিজ, এখনই পদত্যাগ করুন

মতিউর রহমান

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ মিথ্যা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতির সঙ্গে 'গুরুতরঅসদাচরণ' করেছেন।

গত সোমবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিস সাক্ষাৎ করে চলে যাওয়ার পর সিইসি এম এ আজিজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। পদত্যাগের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের অনুরোধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাদের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি, তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনুরোধ আসেনি। কেউ ফোন করেনি, দেখাও করেনি।' তার এ বক্তব্য ওই দিন দেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এবং পরদিন পত্রপত্রিকায় সবাই শুনেছেন ও পড়েছেন। কিন্তু এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন সাবেক বিচারপতি হয়ে তিনি কী করে এমন মিথ্যা কথা বলতে পারলেন–সেটাই আমাদের প্রশ্ন। যেকোনো সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে এ রকম পদমর্যাদার কেউ মিথ্যা কথা বললে তার প্রতিক্রিয়া হতো তীব্র। তাকে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হতো। এমন অনেক নজির আছে। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রতিনিধি পরিষদে ইম্পিচড বা অভিশংসিত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল যে, তিনি শপথ নিয়ে মিথ্যা বলেছিলেন।

আমাদের দেশে কিছুই হয় না বটে। কিন্তু এর আগে কোনো বিচারপতি এমনভাবে জনসমক্ষে নির্জলা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন বলেও জানা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের পদে নেই বলেই তিনি নিশ্চয় রাজনীতির অঙ্গনের অনেকের মতো মিথ্যা বলে পার পেতে পারেন না। বেসামরিক আমলা এবং অবসরপ্রাপ্ত কোনো বিচারপতির সিইসি পদ অলংকৃত করার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, আমরা সেদিকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিশেষজ্ঞদের অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন, সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদটি 'বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয়' ধরে নিয়েই একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হয়েও তিনি ওই পদে এখনো বহাল থাকতে পারছেন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, বিচারপতি আজিজ শপথ নিয়ে মিথ্যা বলেছেন, যার মাধ্যমে তিনি একটি নতুন কেলেঙ্কারির জন্ম দিলেন। এর আগেও তিনি হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন প্রশ্নে শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

অতীতের নানা অভিযোগ তো রয়েছেই, উপরন্তু গত সোমবার তিনি নির্দিষ্টভাবে স্পর্শকাতর অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন। তিনি ডাহা মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। এটা সাংবিধানিক পদের জন্য চরম অবমাননাকর শুধু নয়, বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধিরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। জনাব আজিজের মিথ্যাচার সন্দেহাতীতভাবে একটি 'গুরুতর অসদাচরণ'। সংবিধানের ৯৬(৫) ও ১১৮(৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কোন সূত্র' থেকে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির যদি 'এরূপ বুঝবার কারণ' থাকে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার 'গুরুতর অসদাচরণ'-এর (gross misconduct) জন্য দোষী হতে পারেন, তাহলে তিনি বিষয়টি তদন্ত ও তার ফল জানাতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশ দিতে পারেন। এখন এটা দেখতে অনেকে আগ্রহী হতে পারেন যে, রাষ্ট্রপতি এ ক্ষেত্রে কী ভূমিকা নেন। কারণ, এই

অভিযোগ আর যা-ই হোক, আওয়ামী লীগ বা তার প্রতি বৈরী কারও মনগড়া কোনো বিষয় নয়। জনাব আজিজ যে মিথ্যা বলেছেন, তা প্রমাণে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির পাঠানো একজন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা ও তারই সামরিক সচিবের ভাষ্যই যথেষ্ট।
সত্য হলো, গত বৃহস্পতিবার রাতে উপদেষ্টা ও সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধূরী এবং রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল আমিনুল করিম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও সব উপদেষ্টার পক্ষে এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিইসি এম এ আজিজের বাড়িতে গিয়ে তাকে সরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সিইসি এতে সম্মত হননি। বরং তিনি উল্টো বলেছিলেন, সিইসি হিসেবে দায়িত্ব পালনে তিনি প্রস্তুত। আমরা দেখলাম, গতকালও তিনি বলছেন, 'আমার অধীনেই সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হবে।'

কিন্তু যিনি এভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন, তার দ্বারা আসলেই যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, তা আরও একবার প্রমাণিত হলো। এটা আজ বিএনপিসহ চারদলীয় জোট নেতৃত্বকেও মানতে হবে। এটা যদি তারা বুঝতে না পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দেশ এক ভয়াবহ সংকটের দিকে এগিয়ে যাবে। বিএনপি নেতৃত্বকে মানতে হবে যে, সিইসি বিচারপতি আজিজের পদত্যাগের দাবি কেবল আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলীয় জোটের নয়। বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকেও এটা পরিষ্কার যে, দেশের অধিকাংশ মানুষ তার অপসারণ চায়। এমনকি বিএনপিরও একটি অংশ বিচারপতি আজিজকে বোঝা মনে করে।

বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের ব্যাপারে বারবার সংবিধানের দোহাই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের জানামতে, সিইসি পদটি সাংবিধানিক হওয়া সত্ত্বেও বিচারপতি সুলতান হোসেন খান এবং বিচারপতি কে এম সাদেক–এই পদ থেকে দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (১৯৯১ ও ১৯৯৬) চাপে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তো কেউ সংবিধানের প্রশ্নও তোলেননি। এতে তো সংবিধান লঙ্ঘিত হয়নি। তাহলে বর্তমান সিইসি তাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি বিতর্কিত হওয়ার পরও কেন তাকে অপসারণ করা যাবেনা? কেন তিনি পদত্যাগ করবেন না?

আজ বিচারপতি আজিজ সংবিধানের কথা বলছেন। আমরা বলব, সংবিধানের চেয়ে জনগণ বড়, দেশ বড়। দেশ ও জনগণের জন্যই সংবিধান, সংবিধানের জন্য জনগণ বা দেশ নয়। জনগণের প্রতিনিধিরাই সংবিধান রচনা করেন। কাজেই সংবিধানের কথা বলে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। তাই আমরা বিচারপতি এম এ আজিজকে পদত্যাগ করে দেশে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে বাকি তিন নির্বাচন কমিশনার–বিচারপতি মাহফুজুর রহমান, স ম জাকারিয়া ও মাহমুদ হাসান মনসুরের কাছেও অনুরোধ করছি, আপনারা দেশকে বর্তমান অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পদত্যাগ করুন। দেশে গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত ও সংবিধান সমুন্নত রাখতে সাহায্য করুন। এ ক্ষেত্রে যেকোনো একগুঁয়েমির পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। তাই বলি, আপনারা দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দ্রুত পদত্যাগ করুন।

ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা সফল না হলে তারা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনেরও উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন। আমরা তাদের এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি।
রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজে উদ্যোগী হয়ে আর কোনো বিকল্প পথ আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে পারেন। তিনি এম এ আজিজকে সরাসরি বলুন পদত্যাগ

করতে। তার ওপর সব ধরনের চাপ প্রয়োগ করুন। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিকল্প নেই। বিএনপি ও আওয়ামী লীগসহ সব দল ও জোট যাতে নির্বাচনে অংশ নেয়, সে জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, সব চেষ্টাই করতে হবে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের। তা না হলে দেশ যে ভয়াবহ সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার ফলে সবকিছু ভেঙে পড়তে পারে। এখন নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশে যেটুকু গণতন্ত্র রয়েছে, তখন সেটুকুও আর থাকবে না। যে সংবিধানের অজুহাত তুলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করতে চাইছেন না, সেই সংবিধানেরও কোনো মূল্য থাকবে না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য তিন কমিশনারের বিবেকের কাছে আমাদের প্রশ্ন–আপনারা কি দেশের তেমন পরিণতিই চান? যদি তা না চান, তাহলে দেশের কথা ভেবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে আপনারা অবিলম্বে পদত্যাগ করুন।